From "How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere" by

Larry King

কথা বলার কৌশল

যে কারো সাথে, যেকোনো সময়, যেকোনো পরিস্থিতিতে

অনুবাদ ও সম্পাদনা
ওয়াহিদ তুষার

Supported by:
COACH KANCHON ACADEMY

দ্য সিক্রেটস অব সাকসেসফুল কমিউনিকেশন

প্রজাপতি

Larry King

কথা বলার কৌশল

মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের সবচেয়ে সহজ আর গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে কথা বলা। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই আমরা অন্যান্য জীব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। হিসাব করে দেখা গেছে, একটা মানুষ প্রতিদিন গড়ে ৮০ হাজার শব্দ উচ্চারণ করেন। হিসাবটা আমার কাছে একটুও অতিরঞ্জিত বলে মনে হয় না। তবে আমার ক্ষেত্রে এই হিসাব খাটবে না। আমি একটু বেশিই কথা বলে থাকি। বাক্‌পটু হওয়ার জন্য যেসব যোগ্যতার প্রয়োজন, সেগুলো জানার একটা সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, তখন আর দেরি করা কেন? এখনই শুরু করে দিন। চালিয়ে যান কথার গাড়ি!

From "How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere" by

Larry King

কথা বলার কৌশল

যে কারো সাথে, যেকোনো সময়, যেকোনো পরিস্থিতিতে

অনুবাদ ও সম্পাদনা

ওয়াহিদ তুষার

Supported by: COACH KANCHON ACADEMY

দ্য সিক্রেটস অব সাকসেসফুল কমিউনিকেশন

কেন্দ্রবিন্দু

সূচিপত্র

কথা তো বলতেই হয় ৭
১০১টি কথা..... ১১
নীরবতার বরফ ভাঙা ২৭
সামাজিক কথা..... ৪৩
বাক্‌পটুদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ৬০
হাল ফ্যাশনের বাগরীতি অনুসরণ..... ৭০
ব্যবসায়িক কথা..... ৭৯
ভালো আর খারাপ অতিথি ১০৫
ভুল থেকে বাঁচার উপায়..... ১১৩
বক্তৃতা দেওয়ার উপায় ১২৩
বক্তৃতা দেওয়ার আরও কিছু টিপস..... ১৩৭
রেডিও-টিভিতে কথা বলার উপায়..... ১৫৩
ভবিষ্যতের কথা ১৬৯

কথা তো বলতেই হয়

একটা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি। চিন্তা করে দেখুন তো, নিচের দুটো থেকে যেকোনো একটা বেছে নিতে হলে আপনি কোনটা নেবেন :

১. বিমান থেকে লাফ দিতে হবে, কিন্তু সঙ্গে কোনো প্যারাসুট পাবেন না।
২. ডিনার পার্টিতে আপনার সামনে এমন কাউকে বসিয়ে দেওয়া হলো, যাকে আগে কখনো দেখেননি।

যদি প্রথমটা বেছে নেওয়ার ইচ্ছে হয়, তাহলে মন খারাপের কিছু নেই। কারণ, আপনার মতো অনেকেই একবারের জন্য হলেও এক নম্বরটি বেছে নেওয়ার কথা ভাববেন; বিমান থেকে লাফ দেবেন কোনো প্যারাসুট ছাড়াই।

'কথা' এমন এক জিনিস, যেটা আমাদের প্রতিদিনই বলতে হয়। কিন্তু পরিস্থিতি অনুসারে এই কথা বলা কখনো আমাদের কাছে মনে হয় খুব কঠিন, আবার কখনো-বা মনে হয় এর চেয়ে মজার জিনিস আর হতেই পারে না। জীবনে সাফল্য পেতে চাইলে, সেটা সামাজিক অথবা পেশাগত যা-ই হোক না কেন—কথা আপনাকে বলতেই হবে। তবে এক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকলে সাফল্যের পথ কিন্তু হয়ে যাবে কঠিন।

মানুষের সঙ্গে কথা বলার খুঁটিনাটি সবকিছু সহজে আপনাদের কাছে তুলে ধরার জন্য আমার এই লেখা। গত সাঁইত্রিশ বছর ধরে কথা বলা আমার পেশা। এই দীর্ঘ সময়ে আমাকে রেডিও আর টিভিতে কাজ করতে হয়েছে, কথা বলতে হয়েছে মাইকেল গর্বাচেভ থেকে শুরু করে মাইকেল জরডানের সঙ্গে। বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। তাদের মধ্যে

রথী-মহারথী যেমন আছেন, তেমনি আছেন খুব সাধারণ মানুষ। শেরিফ থেকে শুরু করে সাধারণ বিক্রয়কর্মী—সব ধরনের মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে আমায়। ভুলেও ভাববেন না কাজটা খুব সহজে করতে পেরেছি। নানা রকম অস্বস্তি ঘিরে ধরেছে আমাকেও। কিন্তু ধীরে ধীরে সেগুলো কাটিয়ে উঠেছি। কীভাবে সুন্দর করে কথা বলতে হয় সে ব্যাপারে সব সময় শিখতে হয়েছে। এই বইতে আপনাদের সেই শেখার কথা জানাব। আপনি কথা বলুন একজনের সঙ্গে কিংবা একশজনের সঙ্গে, নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম আপনাকে মানতেই হবে।

আমার কাছে কথা বলা হচ্ছে অপার এক আনন্দের বিষয়। এই কাজ করে সব সময় মজা পাই। ব্রুকলিন শহরের ছিয়াশি নম্বর স্ট্রিটে বড় হয়েছি আমি। বাসা থেকে বের হয়ে বন্ধুকে নিয়ে প্রায়ই বে পার্কওয়েতে ছুটে যেতাম। বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে একসময় ফুরিয়ে যেত সব বিষয়। কিন্তু চুপ করে থাকতে পারতাম না; শেষ পর্যন্ত আর কোনো বিষয় না পেয়ে রাস্তায় ঘুরতে থাকা গাড়িগুলোর বর্ণনা দিতাম। তখন আমার বয়স মাত্র সাত বছর। বন্ধুটি একসময় আমার নাম দিয়ে দেয়—'দ্য মাউথপিস'।

সে সময় আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু ছিলেন হার্ব কোহেন। সে এখনও আমার খুব প্রিয় বন্ধু। যাহোক, একবার ইবিটস ফিল্ডে খেলার আয়োজন করা হলো। খেলাটা সম্প্রচার করার দায়িত্ব দেওয়া হলো আমাকে। কাজটা শেষ করে আমি বাসায় ফিরে এলাম। তারপর বন্ধু হার্ব কোহেনকে ডেকে বললাম কী কী ঘটেছে খেলার মাঠে; বিন্দু-বিসর্গ কিছুই বাদ দিলাম না—গড়গড় করে সব বলে গেলাম। আমার প্রসঙ্গে কোনো কথা উঠলেই হার্ব মানুষজনকে বলে বেড়ায়—'একবার ইবিটস ফিল্ডের একটা খেলায় ল্যারিকে পাঠানো হয়। দুই ঘণ্টা দশ মিনিট ধরে চলে সে খেলা। ম্যাচের পুরোটা সময়জুড়ে কথা বলে গেছে ল্যারি। সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার সে বর্ণনা করেছে।'